فضائل القرآن الكريم
والعمل به

# কুরআনের ফযীলত ও আমল

**আবু আহমাদ সাইফুদ্দীন বেলাল**
(লিসান্স, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, দাঈ, আল-আহসা ইসলামিক সেন্টার-সৌদি আরব, বিশিষ্ট গবেষক, লেখক ও আলোচক)

**সম্পাদনা**
**উমার ফারুক আব্দুল্লাহ**
দাঈ, আল-আহসা ইসলামিক সেন্টার, সৌদি আরব

**ওয়াহীদিয়া ইসলামিয়া লাইব্রেরী**
রাণীবাজার, রাজশাহী-বাংলাদেশ।

# লেখকের কলম

সকল প্রশংসা ঐ আল্লাহর যিনি মানব জাতির দিশারী করে সর্বশেষ ও শ্রেষ্ঠ আসমানী কিতাব আল-কুরআন নাযিল করেছেন। দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক আল্লাহর খালীল ও হাবীব মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর প্রতি যাঁর জীবন চরিত্র ছিল সমস্ত কুরআনের বাস্তব চিত্র।

নিশ্চয় কুরআন আমাদের জন্য সর্বপ্রকার কল্যাণ ও মঙ্গলের পথ প্রদর্শক এবং শারীরিক ও মানসিক রোগের মহৌষধ।

আল্লাহ তা'য়ালা এ কুরআনকে পুতলি বা তাবিজ-কবচ বানিয়ে শিশু ও রোগীদের গায়ে ঝুলিয়ে রাখার জন্য নাযিল করেননি। কুরআন কবরস্থানে মৃতদের উপর পড়ে বাতিল পন্থায় মানুষের সম্পদ অর্জনের জন্য নাযিল হয়নি। কুরআনকে কোন বোর্ডে লিখে দেওয়ালে ঝুলিয়ে বা রক্ষাকবচ হিসেবে বেপর্দা নারীদের গলায় ঝুলিয়ে বরকতের জন্য অবতীর্ণ করা হয়নি। আর না অবতারণ হয়েছে তাবিজ-কবচ বানিয়ে ব্যবসা করার জন্য। আর না নাযিল করা হয়েছে খতম পড়ে মৃতদের নামে সওয়াব বখশানোর জন্য। আর না এ কুরআনকে পাঠানো হয়েছে নাবুঝে ও চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই পাঠ করার জন্য।

সম্মানিত ভাই ও বোনেরা! এসবের জন্য কুরআন আসেনি। বরং কুরআন এসেছে তাকে নিয়ে চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণা করা ও দ্দীপ্তমান আলোক বর্তিকা হিসাবে গ্রহণ করার জন্য। এ কুরআন নাযিল হয়েছে সারা বিশ্বের মানব কুলের জন্য সুসংবাদদাতা ও ভয় প্রদর্শক হিসাবে। একে শরীয়াত, সিলেবাস ও মানব জাতির পূর্ণ জীবন ব্যবস্থা হিসাবে গ্রহণ করার জন্যই পাঠানো হয়েছে। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

تَرَكْتُ فِيْكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوْا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا: كِتَابَ اللهِ، وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ"

"আমি তোমাদের মাঝে দু'টি জিনিস ছেড়ে যাচ্ছি, যতক্ষণ তোমরা সে দু'টিকে মজবুত করে আঁকড়িয়ে ধরে থাকবে ততক্ষণ পথভ্রষ্ট হবে না। আর তা হলো, আল্লাহর কিতাব ও তাঁর নবীর সুন্নাত।" *(হাদীসটি সহীহ, মুয়াত্তা মালেক মাশা. ২/৮৯৮পৃ. হা/৩৩৩৮, হাকেম হা/৫৩২১)*

আজ এক শ্রেণীর মানুষ কুরআন পাঠকারী কিন্তু কুরআন তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করে না। বরং কুরআন তাদের জন্য অভিশাপকারী।

এ কিতাব আমাদের জীবনের মূল ও শক্তির উৎস। তাই এর সাথে সম্পর্ক শুধুমাত্র মৃত্যুর সময় সূরা ইয়াসীন পড়ে সহজে মরার জন্য নয়? বরং কুরআনের বিশুদ্ধ তেলাওয়াত শিখে নিয়মিত পাঠ, সঠিক অর্থ ও তাফসীর জানা, সঠিকভাবে আমল করা এবং তার সঠিক দা'ওয়াত ও তাবলীগ করা আমাদের প্রত্যেকের পবিত্র দায়িত্ব ও কর্তব্য।

আপনাদের খেদমতে এ বইটি উপহার কুরআনের সাহায্য, সম্মান ও মর্যাদা রক্ষার জন্য। আর সঠিক আমল কিভাবে করবেন তার শিক্ষা দেওয়া উদ্দেশ্য। এ ছাড়া বাতিলদের পথ বন্ধ করা ও বিদাত থেকে মুসলিম সমাজকে সাবধান করা।

বইটির প্রথম প্রকাশ করতে পারায় আমরা আল্লাহ তা'য়ালার কাছে অশেষ শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি।

পাঠক মহোদয় এটা থেকে উপকৃত হলে আমাদের পরিশ্রম সার্থক হবে। যাঁরা এ মহৎ কাজে সহযোগিতা করেছেন, তাঁদের সকলকে আমাদের সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ জানাই।

পরিশেষে আমাদের নিবেদন এই যে, সংশোধনের কাজ কোন দিনও চূড়ান্ত করা যায় না। অতএব, বইটি পড়ার সময় কোন ভুল-ত্রুটি বা ভ্রম কারো দৃষ্টিতে পড়লে অথবা কোন নতুন প্রস্তাব থাকলে তা আমাদেরকে জানালে সাদরে গৃহীত হবে। আর পরবর্তী সংস্করণে যথাযথ বিবেচনা করা হবে। আল্লাহ তা'য়ালা আমাদের এই মহতী উদ্যোগ ও ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে কবুল করুন। আমীন!

আবু আহমাদ সাইফুদ্দীন বেলাল
আল-আহসা ইসলামিক সেন্টার
বাংলা বিভাগ, সৌদি আরব
১৯/০৮/১৪৩৮হি:
১৫/০৫/২০১৭ ইং

৩. আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, সুদক্ষ কুরআন পাঠকারী (আখেরাতে) অনুগত সম্মানিত ফেরেশতাগণের সঙ্গে থাকবে। আর যে কুরআন পাঠ করে এবং তোৎলায় ও পড়তে কষ্ট হয় তার জন্য দ্বিগুণ সওয়াব।[৩]

عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : «اقْرَءُوا الْقُرْآنَ، فَإِنَّهُ يَأْتِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ». أخرجه مسلم.

৪. আবু উমামা বাহেলী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহু) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শুনেছি, "তোমরা কুরআন পাঠ কর। কারণ কিয়ামতের দিন কুরআন তার বন্ধুদের জন্য (আল্লাহর নিকট সুপারিশকারী হিসেবে আসবে) সুপারিশ করবে।"[৪]

عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ اللهَ يَرْفَعُ بِهٰذَا الْكِتَابِ أَقْوَامًا وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ». أخرجه مسلم.

৫. উমার ফারুক থেকে বর্ণিত, নিশ্চয় নবী (সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "আল্লাহ তা'য়ালা এই কুরআন দ্বারা বহু জাতির উত্থান ঘটান এবং অপর জাতির পতন ঘটান।"[৫]

«عَنْ أَبِيْ مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِيْ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْأُتْرُجَّةِ، رِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا طَيِّبٌ وَمَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِيْ لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ التَّمْرَةِ، لَا رِيحَ لَهَا وَطَعْمُهَا حُلْوٌ، وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِيْ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ مَثَلُ الرَّيْحَانَةِ، رِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا مُرٌّ، وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِيْ لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْحَنْظَلَةِ لَيْسَ لَهَا رِيحٌ وَطَعْمُهَا مُرٌّ ». متفق عليه.

---

৩. মুসলিম হাএ. হা/৭৯৮-২৪৪, সুনান ইবনে মাজাহ হা/৩৭৬৯, মিশকাত, হাএ. হা/২১১২।

৪. মুসলিম হাএ. হা/৮০৪-২৫২, মিশকাত, হাএ. হা/২১২০।

৫. মুসলিম হাএ. হা/৮১৭-২৬৯, সুনান ইবনে মাজাহ হা/২১৮, মিশকাত, হাএ. হা/২১১৫।

৮. আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "যে ব্যক্তি কুরআনের একটি অক্ষর পাঠ করবে তার একটি নেকি হবে আর প্রতিটি নেকি দশগুণ (বাড়ান হয়)। আলিফ-লাম-মীমকে একটি অক্ষর বলব না। বরং আলিফ একটি অক্ষর, লাম একটি অক্ষর ও মীম একটি অক্ষর।"[৮]

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُما عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« يُقَالُ لِصَاحِبِ الْقُرْآنِ: اقْرَأْ وَارْتَقِ وَرَتِّلْ كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلُ فِي الدُّنْيَا، فَإِنَّ مَنْزِلَتَكَ عِنْدَ آخِرِ آيَةٍ تَقْرَأُ بِهَا». أخرجه الترمذي

৯. আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহুমা) থেকে বর্ণিত, নবী (সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "কিয়ামতের দিন কুরআনের অনুসারীকে বলা হবে: দুনিয়াতে যেমন কুরআন পাঠ করতে অনুরূপ পাঠ কর এবং ওপরে উঠ। তুমি সর্বশেষ যে আয়াত পাঠ করবে সেখানেই তোমার স্থান হবে।"[৯]

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « إِنَّ لِلهِ أَهْلِينَ مِنْ النَّاسِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ مَنْ هُمْ؟ قَالَ: « هُمْ أَهْلُ الْقُرْآنِ أَهْلُ اللهِ وَخَاصَّتُهُ ». أخرجه أحمد وابن ماجه.

১০. আনাস ইবনে মালেক থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "আল্লাহওয়ালা কিছু বিশেষ মানুষ আছে।" তারা (সাহাবাগণ) বললেন, হে আল্লাহর রসূল (সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তারা কারা? তিনি (সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, "তারা হলো আহলে কুরআন, তারাই আল্লাহওয়ালা এবং আল্লাহর বিশেষ লোক।"[১০]

عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ: « مَنْ قَرَأَ عَشْرَ آيَاتٍ فِيْ لَيْلَةٍ لَمْ يُكْتَبْ مِنَ الْغَافِلِينَ». رواه ابن خزيمة والحاكم.

---

৮. সহীহ আত-তিরমিযী, মাপ্র. হা/২৯১০, মিশকাত, হাএ. হা/২১৩৭।
৯. সহীহ আত-তিরমিযী, মাপ্র. হা/২৯১৪।
১০. সহীহুল জামে' হা/২১৬৫ ও ২৫২৮ শাইখ আলবানী (রহ:) হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

**১১.** আবু উমামা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "যে ব্যক্তি রাতে দশটি আয়াত পাঠ করবে তার নাম গাফেলদের (অবহেলা প্রদর্শনকারীদের) অন্তর্ভুক্ত লেখা হবে না।"[১১]

عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ، وَتَمِيمٍ الدَّارِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « مَنْ قَرَأَ عَشَرَ آيَاتٍ فِيْ لَيْلَةٍ، كُتِبَ لَهُ قِنْطَارٌ، وَالْقِنْطَارُ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، فَإِذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يَقُولُ رَبُّكَ عَزَّ وَجَلَّ : اِقْرَأْ وَارْقَ لِكُلِّ آيَةٍ دَرَجَةً، حَتَّى يَنْتَهِيَ إِلَى آخِرِ آيَةٍ مَعَهُ، يَقُولُ رَبُّكَ عَزَّ وَجَلَّ لِلْعَبْدِ: اقْبِضْ فَيَقُولُ الْعَبْدُ بِيَدِهِ يَا رَبِّ أَنْتَ أَعْلَمُ، فَيَقُولُ بِهَذِهِ الْخُلْدَ، وَبِهَذِهِ النَّعِيمَ» (رواه الطبراني في الكبير والأوسط بإسناد حسن وفيه إسماعيل بن عياش عن الشاميين وروايته عنهم مقبولة عند الأكثرين).

**১২.** ফাযালা ইবনে উবাইদ ও তামীম দারী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তাঁরা নবী (সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি (সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "যে ব্যক্তি রাত্রে দশটি আয়াত পাঠ করবে তার জন্য এক কিনতার (অনেক সওয়াব) লেখা হবে। আর এক কিনতার দুনিয়া ও তার মাঝে যা আছে তার চাইতেও উত্তম। এরপর যখন কিয়ামতের দিন হবে তখন তোমার মহিয়ান গরিয়ান প্রতিপালক বলবেন, পড় এবং প্রতিটি আয়াতে একটি করে ধাপ ও মর্যাদা উপরে উঠ। এভাবে সে শেষ আয়াত পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছবে। এ ছাড়া তোমার মহান পালনকর্তা বান্দাকে বলবেন, মুষ্টিভরে নেও। বান্দা তার হাত ইশারা করে বলবে হে প্রতিপালক আপনি তো বেশি অবগত আছেন। আল্লাহ তা'য়ালা বলবেন, এ জান্নাতুলখুলদ ও জান্নাতুন্নাঈম গ্রহণ কর।"[১২]

---

১১. হাদীসটি সহীহ লিগাইরিহি, সহীহুত তারগীব ওয়াত তারহীব-আলবানী, (২/৮১) হা/১৪৩৬।
১২. হাদীসটি হাসান, সহীহুত তারগীব ওয়াত তারহীব-আলবানী, (২/১৫৪) হা/১৪৩৬।

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ فِي الصُّفَّةِ فَقَالَ:« أَيُّكُمْ يُحِبُّ أَنْ يَغْدُوَ كُلَّ يَوْمٍ إِلَى بُطْحَانَ أَوْ إِلَى الْعَقِيقِ فَيَأْتِيَ مِنْهُ بِنَاقَتَيْنِ كَوْمَاوَيْنِ فِي غَيْرِ إِثْمٍ وَلَا قَطْعِ رَحِمٍ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ نُحِبُّ ذَلِكَ قَالَ أَفَلَا يَغْدُو أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَيَعْلَمُ أَوْ يَقْرَأُ آيَتَيْنِ مِنْ كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ خَيْرٌ لَهُ مِنْ نَاقَتَيْنِ وَثَلَاثٌ خَيْرٌ لَهُ مِنْ ثَلَاثٍ وَأَرْبَعٌ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَرْبَعٍ وَمِنْ أَعْدَادِهِنَّ مِنْ الْإِبِلِ». رواه مسلم.

১৩. উকবা ইবনে ‘আমের (রাযিয়াল্লাহু তা‘আলা ‘আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বের হয়ে আসেন এ সময় আমরা সুফফাতে (মসজিদে নববীর পেছনে অবস্থিত মুসাফির খানায়) ছিলাম। অতঃপর তিনি বলেন, “তোমাদের মাঝে এমন কে আছ, যে প্রতিদিন সকালে বুতহান বা আকীক (স্থানে) গিয়ে সেখান হতে কোন পাপ ও আত্মীয়তা সম্পর্ক ছিন্ন করা ছাড়াই দুইটি করে উঁচু কুঁজের (মোটা-তাজা) উট নিয়ে আসবে?” আমরা বললাম, আমরা এটা পছন্দ করি হে আল্লাহর রসূল (সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)। তিনি বললেন, “তোমাদের কেউ সকালে মসজিদে গিয়ে কিতাবুল্লাহ (আল্লাহর কিতাব) থেকে যদি দুইটি আয়াত শিখে বা পাঠ করে তবে তা তার জন্য দুইটি উটের চেয়েও উত্তম। আর তিনটি ও চারটি আয়াত তিনটি ও চারটি উট হতে উত্তম। এরূপ আয়াতের সংখ্যা অনুপাতে তার জন্য উটের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে।

# কুরআনের ফযীলতে প্রচলিত কিছু জাল-দুর্বল হাদীস

১. যে ব্যক্তি কুরআন পড়ে এবং আমল করে কিয়ামতের দিন তার বাবাকে তাজ পরানো হবে---। (হাদীসটি দুর্বল, সুনানে আবু দাঊদ ২/৭০ মাপ্র. হা/১৪৫৩)

২. যে ব্যক্তি কুরআন পড়ে এবং তার হালাল-হারাম মেনে চলে সে তার পরিবারের যাদের জন্য জাহান্নাম ওয়াজিব হয়ে গেছে এমন দশজনকে সুপারিশ করে জান্নাতে নিবে। (হাদীসটি অতি দুর্বল, জামে‘ তিরমিযী ৫/১৭১ হা/২৯০৫)

৩. তোমাদের বাড়ীতে বেশি বেশি কুরআন তেলাওয়াত কর। কারণ, যে বাড়ীতে কুরআন পড়া হয় না সে বাড়ীতে কল্যাণ কমে যায়, অনিষ্ট বেড়ে যায় এবং পরিবারে মানুষের সঙ্কীর্ণতা ও সঙ্কট নেমে আসে। (হাদীসটি দুর্বল, য‘য়ীফুল জামে‘-আলবানী হা/১১১৯)

৪. মুস্হাফ ছাড়া পড়লে এক হাজার মর্যাদা এবং মুস্হাফ থেকে পড়লে দুই হাজার মর্যাদা পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়। (হাদীসটি দুর্বল, য‘য়ীফুল জামে‘-আলবানী হা/৪০৮১)

৫. তোমাদের কেউ আল্লাহর সাথে কথা বলতে চাইলে সে যেন কুরআন পাঠ করে। (হাদীসটি অতি দুর্বল, য‘য়ীফুল জামে‘-আলবানী হা/২৯)

৬. কুরআনের প্রতিটি আয়াত জান্নাতের একটি করে মর্যাদা এবং তোমাদের ঘরের একটি করে চেরাগ। (হাদীসটি দুর্বল, য‘য়ীফুল জামে‘-আলবানী হা/৪২০৯)

৭. কুরআনের এক মিলিয়ন ২৭ হাজার অক্ষর রয়েছে। অতএব, যে ব্যক্তি সবর করে ও সওয়াবের আশায় পড়বে তার জন্য প্রতিটি অক্ষরে একটি করে হূরুল‘য়ীন স্ত্রী হবে। (হাদীসটি বাতিল, সিলসিলা য‘য়ীফা-আলবানী হা/৪০৭৩)

৮. কুরআনের হাফেজরা আল্লাহর অলি। এতএব, যারা তাদের সাথে শত্রুতা করে তারা আল্লাহর সাথে শত্রুতা করে। আর যারা তাদের

সাথে বন্ধুত্ব রাখে তারা আহর সাথে বন্ধুত্ব রাখে। (হাদীসটি জাল, য'য়ীফুল জামে'-আলবানী হা/২৭৪৩)

৯. কুরআন বহনকারী ইসলামের ঝাণ্ডা বহনকারী। অতএব, যে তাকে সম্মান করল সে আল্লাহকে সম্মান করল। আর যে তাকে অসম্মান করল তার প্রতি আল্লাহর অভিশাপ। (হাদীসটি জাল, য'য়ীফুল জামে'-আলবানী হা/২৬৭৫)

১০. সর্বোত্তম ব্যক্তি হলোঃ যে কুরআন পড়ার সময় দুঃখ করে। (হাদীসটি দুর্বল, য'য়ীফুল জামে'-আলবানী হা/২০০)

১১. যার মধ্যে কুরআনের কিছু নেই সে বিরান (পরিত্যক্ত) ঘরের মত। (হাদীসটি দুর্বল, য'য়ীফুল জামে'-আলবানী হা/১৫২৪)

# বিশেষ কিছু সূরা-আয়াতের ফযীলত ও আমল

➢ أَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ **আ'উযু বিল্লা-হি মিনাশ শায়ত্ব-নির রজীম**

১. কুরআন পড়ার সময় "আ'যুযু বিল্লাহি মিনাশ শায়ত্ব-নির রজীম" পড়তে হবে।

২. সূরা তাওবা ছাড়া যে কোন সূরার প্রথম থেকে পড়লে আ'উযু বিল্লাহ ও বিসমিল্লাহসহ পড়বে এবং কোন সূরার মধ্য হতে পড়লে শুধু আ'উযু বিল্লাহ পড়াই যথেষ্ট। কিন্তু যদি সাথে বিসমিল্লাহও পড়ে তবে জায়েয আছে।

৩. এটা সালাতের প্রথম রাকাতে বিসমিল্লাহর পূর্বে পড়তে হবে। আর বাকি রাকাতের শুরুতে পড়া জায়েয রয়েছে।

৪. এক স্থানে একাধিক জন কুরআন পড়লে প্রথম ব্যক্তি আ'উযু বিল্লাহ পড়লেই চলবে বাকিদের পড়ার প্রয়োজন নেই।

৫. এ ছাড়া রাগ হলে আ'উযু বিল্লাহ পড়তে হবে তাতে রাগ চলে যাবে।

৬. আর সালাতে শয়তানের ওয়াসওয়াসা হতে বাঁচার জন্য একবার আ'উযু বিল্লাহ পড়ে বাম পার্শ্বে তিনবার থুথুর ছিটা দিতে হবে।

৭. কোন খারাপ স্বপ্ন দেখলে বাম পার্শ্বে তিনবার থুথুর ছিটা দিয়ে একবার আ'উযু বিল্লাহ পড়বে ও পার্শ্ব পরিবর্তন করবে।

## ➢ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম

১. "বিস্মিল্লাহির রহমানির রহীম" সূরা নামালের একটি আয়াতের অংশ এবং অন্যান্য সূরার আয়াত নয় বরং দুইটি সূরার মাঝে পার্থক্য করার জন্য। আর সূরা তাওবাতে বিসমিল্লাহ নেই। এসব ব্যাপারে সকলেই এক মত। কিন্তু বিসমিল্লাহ সূরা ফাতিহার প্রথম আয়াত কি না? এ বিষয়ে দ্বিমত রয়েছে। অধিকাংশ ইমামদের মতে আয়াত নয় আর কারো কারো মতে আয়াত। তবে সূরা তাওবা ছাড়া সূরা ফাতিহা ও অন্যান্য সূরার পূর্বে পড়া উত্তম এ ব্যাপারে সকলে এক মত। সালাতে ফাতিহার আগে নিঃশব্দে বিসমিল্লাহ পড়াই উত্তম তবে সশব্দে পড়াও জায়েয রয়েছে। এ ছাড়া প্রতিটি সূরার শুরুতে নিরবে পড়তে হবে।

২. নিজে বা পশু হোঁচট খেলে "বিসমিল্লাহ" বলতে হবে। এতে শায়তান মাছির সমান হয়ে যায়।[১৩]

৩. যদি প্রয়োজনে কাপড় খুললে আওরাত প্রকাশ হয়, তবে "বিসমিল্লাহ" বলতে হবে। কারণ বিসমিল্লাহ বনি আদম ও শয়তানের দৃষ্টির মাঝের পর্দা।[১৪]

৪. সহবাসের সময় স্বামী বিসমিল্লাহ, আল্লাহুম্মা---দুয়া পড়বে।[১৫] আর স্ত্রীর জন্যও পড়া উত্তম। একজন ভুলে গেলে অপরজন স্মরণ করিয়ে দেবে।

৫. পানাহার ও ওযুর শুরুতে বিসমিল্লাহ পড়বে।[১৬] প্রতিটি কাজের শুরুতে বিসমিল্লাহ বলতে হবে।[১৭]

৬. বাড়ি হতে বের হওয়ার সময় এবং মসজিদে প্রবেশ ও বের হওয়ার সময়ও বিসমিল্লাহ বলবে।

---

১৩. নাসাঈ, ত্ববরানী, হাকেম, হাদীসটি সহীহ-সহীহুত তারগীব ওয়াত তারহীব-আলবানী ৩/১১৮পৃ. হা/৩১২৮।

১৪. সহীহুল জামে'-আলবানী, হা/৩৬১০।

১৫. বুখারী হা/১৪১, ৬৩৮৮, ইফা. হা/৫৮৩৩, মুসলিম হা/৩৪২৫।

১৬. বুখারী হা/৫৩৭৮, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ হা/৩৯৭।

১৮. বুখারী, মুসনাদে আহমাদ হা/৮৭১২।

## ➢ সূরা ফাতিহাঃ

(ক) এটা একটি প্রদীপ ও জ্যোতি। আর এর প্রতিটি অক্ষরের বিনিময় দেওয়া হবে।[১৮]

(খ) কুরআনের সর্বশ্রেষ্ঠ সূরা যার অনুরূপ সূরা তাওরাতে, ইঞ্জিলে, জবুরে আর না কুরআনে নাযিল হয়েছে।[১৯]

(গ) আল্লাহ তা'য়ালা এ সূরাটিকে সালাত বলে আখ্যায়িত করেছেন।[২০]

(ঘ) এটি ঝাড়ফুঁকের সূরা।[২১]

(ঙ) এ সূরা ছাড়া কোন সালাতই হয় না।[২২] যে সালাতে এ সূরা পাঠ করা হয় না তা অপূর্ণ।[২৩]

(চ) সালাতে এ সূরা পড়ার পরে সশব্দে কেরাত হলে শব্দ করে এবং নিরবে কেরাত হলে নিঃশব্দে "আমীন" বলতে হবে। আর জামাতে হলে ইমামের সশব্দে আমীন শব্দ শুনে মুক্তাদীগণ জোরে আমীন বলবে। এর দ্বারা পূর্বের পাপরাজি ক্ষমা করে দেওয়া হবে।[২৪]

**আর সশব্দের সালাতে নিরবে আমীন বলার হাদীস দুর্বল।**

---

১৯. মুসলিম হা/৮০৬।
২০. সহীহ ইবনে খুযাইমাহ হা/৫০১।
২০. মুসলিম হা/৯০৪।
২১. বুখারী হা/২২৭৬।
২২. তিরমিযী, আবু দাউদ মাপ্র. হা/৮১৮।
২৩. মুসলিম মাশা. হা/৯২৪।
২৪. তিরমিযী সহীহ সনদে হা/২৫০।

## ➢ সূরা বাকারা ও এর বিশেষ আয়াত:

(ক) যে ঘরে সূরা বাকারা পড়া হয় সেখান থেকে শয়তান ভেগে যায়।[২৫]

(খ) এ সূরা একটি প্রদীপ ও জ্যোতি এবং এর প্রতিটি অক্ষরের বিনিময় দেওয়া হবে।[২৬]

(গ) সূরা বাকারা তার সাথীর জন্য কিয়ামতের দিন মেঘমালা বা পাখির ঝাক হয়ে ছায়া দান করবে এবং সুপারিশ করবে। এ ছাড়া এটা বরকতপূর্ণ যা ত্যাগ করলে রয়েছে আফসোস। আর বাতিলরা এর মোকাবেলা করতে পারে না।[২৭]

(ঘ) প্রতি ফরজ সালাতের পর আয়াতুল কুরসী পাঠ করলে জান্নাতে প্রবেশের জন্য মৃত্যু ব্যতীত আর কিছুই বাধা থাকবে না।[২৮]

(ঙ) যে ঘুমানোর সময় আয়াতুল কুরসী পাঠ করবে সারা রাত একজন ফেরেশতা তাকে হেফাজত করবেন। আর সকাল পর্যন্ত শয়তান তার নিকটে পৌঁছতে পারবে না।[২৯]

(চ) আবু মাসউদ আল-বাদরী হতে বর্নিত রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন

عَنْ أَبِيْ مَسْعُودٍ الْبَدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْآيَتَانِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ مَنْ قَرَأَهُمَا فِيْ لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ

যে ব্যক্তি রাতে সূরা বাকারার শেষের দু'টি আয়াত পড়বে (সে রাতের সকল প্রকার অনিষ্ট থেকে নিরাপদের জন্য) তা যথেষ্ট হবে।[৩০]

(ছ) যে ঘরে সূরা বাকারার শেষের দু'টি আয়াত তিন রাত পড়া হয়, শয়তান সে ঘরের নিকটেই যেতে পারে না।[৩১]

---

২৫. তিরমিযী হা/২৮৭৭, হাদীসটি সহীহ।
২৬. মুসলিম হা/৮০৬।
২৭. মুসলিম হা/৮০৪।
২৮. সিলসিলাতুল আহাদীসুস সহীহাহ হা/৯৭২।
২৯. বুখারী তাও. হা/২৩১১, ইফা. অনুচ্ছেদ ১৪৩৮।
৩০. বুখারী তাও. হা/৪০০৮, আপ্র. হা/৩৭১১, ইফা. হা/৩৭১৫।

### ➢ সূরা আলে-ইমরানঃ

সূরা আলে-ইমরান তার সাথীর জন্য কিয়ামতে মেঘমালা ও পাখির ঝাক হয়ে ছায়া দান করবে এবং সুপারিশ করবে।[৩২]

### ➢ সূরা হূদঃ

নবী (সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, হূদ ও তার বোন সূরাগুলো আমাকে বৃদ্ধ করে দিল। বোন সূরাগুলো হলোঃ সূরা ওয়াকি'য়াহ, মুরসালাত, নাবা' ও তাকবীর।[৩৩]

### ➢ সূরা বনি ইসরাঈল ও সূরা যুমারঃ

كَانَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَنَامُ عَلَىٰ فِرَاشِهِ حَتَّىٰ يَقْرَأَ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ

(ক) নবী (সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সূরা বনি ইসরাঈল না পড়ে তার বিছানায় ঘুমাতেন না।[৩৪]

(খ) তিনি (সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রতি রাতে সূরা বনি ইসরাঈল ও সূরা যুমার পাঠ করতেন।[৩৫]

### ➢ সূরা কাহাফঃ

(ক) আবু দারদা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহু) হতে বর্ণিত নিশ্চয় রসূল (সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন-

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺقَالَ «مَنْ حَفِظَ عَشْرَ آيَاتٍ مِنْ أَوَّلِ سُورَةِ الْكَهْفِ عُصِمَ مِنَ الدَّجَّالِ

এ সূরার প্রথম বা শেষ হতে দশটি আয়াত হেফজ (মুখস্থ) করলে দাজ্জালের ফেতনা থেকে নিরাপদ লাভ করা যাবে।[৩৬]

---

৩১. তিরমিযী মাপ্র. হা/৩২৯৭, হাদীসটি সহীহ।
৩২. মুসলিম মাশা. হা/১৯১২, হাদীসটি সহীহ।
৩৩. তিরমিযী মাপ্র. হা/৩২৯৭, হাদীসটি সহীহ।
৩৪. তিরমিযী মাপ্র. হা/২৯২০, হাদীসটি সহীহ।
৩৫. আহমাদ, তিরমিযী মাপ্র. হা/২৯২০, হাদীসটি সহীহ।
৩৬. মুসলিম মাশা. হা/১৯১৯, মুসনাদে আহমাদ মাশা. হা/২১৭৬০।

(খ) যে ব্যক্তি এ সূরাটি পড়বে কিয়ামতের দিন তার স্থান হতে মক্কা পর্যন্ত তার জন্য আলো হবে।[৩৭]

(গ) যে ব্যক্তি এ সূরাটি জুমার দিন পড়বে তার জন্য দুই জুমার মাঝে আলোকিত করা হবে।[৩৮]

(ঘ) যে এ সূরাটি জুমার দিন পড়বে তার স্থান ও কা'বা ঘরের মাঝে আলোকিত হবে।[৩৯]

### ➢ সূরা আম্বিয়াঃ

সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, "ইউনুস ('আলাইহিস সালাম) এর মাছের পেটে থাকা অবস্থায় দুয়া "লা ইলাহা ইল্লা আন্তা সুবহানাকা ইন্নী কুন্তু মিনাযয-লিমীন" (সূরা আম্বিয়া-২১:৮৭) মুসলিম ব্যক্তি যে কোন বিষয়ে এ দুয়া করবে আল্লাহ তা'য়ালা তা কবুল করবেন।[৪০]

### ➢ সূরা সাজদাহঃ

নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জুমার দিনে ফজরের সালাতে প্রথম রাকাতে সূরা সাজদাহ এবং দ্বিতীয় রাকাতে সূরা দাহার পাঠ করতেন।[৪১]

জাবের (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহু) হতে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সূরা সাজদাহ ও সূরা মূলক না পড়ে ঘুমাতেন না।[৪২]

---

৩৭. সিলসিলাতুল আহাদীসুস সহীহা হা/২৬৫১।

৩৮. হাদীসটি সহীহ, সহীহুত তারগীব ওয়াত তারহীব-আলবানী হা/৭৩৬।

৩৯. হাদীসটি সহীহ, সহীহুত তারগীব ওয়াত তারহীব-আলবানী হা/৭৩৬।

৪০. হাদীসটি সহীহ, সহীহুত তারগীব ওয়াত তারহীব-আলবানী, হা/১৬৪৪।

৪১. মুসলিম হা/৮৮০।

৪২. সহীহ তিরমিযী, শায়খ আলবানী সহীহ বলেছেন, হা/২৩১৬।